চেক রিপাবলিক এর জাতীয় দলে মেহেরপুরের সোহাস

চেক রিপাবলিক এর জাতীয় দলে মনোনীত বাংলাদেশ প্রবাসী মেহেরপুরের সোহাস।

গত ১০ এ ফেব্রুয়ারি চেক রিপাবলিক জাতীয় ক্রিকেট দলের টিম ম্যানেজার ভোসতে হাসা এ সংক্রান্ত মেইল প্রেরণের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন ।

সোহাস মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের আবুল কাশেম (মাস্টার) এর ছোট ছেলে ।

২০১৬ সালের শেষের দিকে স্কলারশিপ পেয়ে চেক রিপাবলিকে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেন।

এখন তিনি ইউনিভার্সিটি অফ দা ওয়েস্ট অফ স্কোটলান্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ডিসটেন্স লার্নিং প্রোগ্রাম) লন্ডন শাখাই এমবিএ অধ্যয়নরত।

পাশাপাশি রেস্তোরাঁ ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন।

উল্লেখ্য তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ২০০৯ সালের নভেম্বরে লন্ডন পাড়ি দেন সেখান থেকেই তিনি আন্ডার গ্রাজুয়েশন শেষ করেন।

লন্ডনে থাকা অবস্থায় ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট লীগের সাথে নিজে সম্পৃক্ত হোন এরপর থেকেই লন্ডনে ক্লাব ক্রিকেটের সাথে যুক্ত ছিলেন ।

এদিকে ২০১৯ সালে চেক রিপাবলিকে নিজে ক্লাব ক্রিকেটের সাথে আবার যুক্ত হোন।

সেখানে তার ব্যাট ও বোলিং পারফরম্যান্স টিম সিলেক্টর দের নজর কাড়ে। এরপর ফেব্রুয়ারি ১০ তারিখে

অফিশিয়ালি চেক রিপাবলিক জাতীয় ক্রিকেট দল তাকে ২০২০ সালের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে।

আসন্ন ম্যাচগুলোর ভিতরে অন্যতম ০৮ জুন ২০২০ মেন্স টি-টোয়েন্টি

ওয়ার্ল্ড কাপ ইউরোপিয়ান কোয়ালিফায়ার আয়োজনে বেলজিয়াম এবং মে ২০২০ মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সাথে প্রীতি ম্যাচ, অনুষ্ঠিত হবে ডেনমার্কে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে আর আর এফ আয়োজিত আন্তফোরাম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের রুরাল রিকনস্ট্রাক্সন ফাউন্ডেশন (আর আর এফ) আয়োজিত আন্তফোরাম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোর কর্মসুচির আওতায় এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মো: দেলোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মীর হাবিবুল বাশার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মনিরুজ্জামান মনি।

এসময় আর আর এফ গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক বিশ্বজিৎ কুমার, মেহেরপুর জেলা শাখার কৈশোর কর্মসুচির প্রোগ্রাম অফিসার ঝর্না খাতুন সহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শীক্ষার্থী উপস্থিশ ছিলেন।

ক্রীড়া অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়।

মেপ্র/আরপি

ফাইনালের ধাক্কাধাক্কিতে শাস্তি পেলেন বাংলাদেশের তিনজন

বিশ্বকাপ জেতার পর এক দিন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটের এ সাফল্যের রেশ এখনো দেশের মানুষের মনে। এর মধ্যেই একটি দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী হতে হলো ক্রিকেটারদের। ফাইনাল শেষে দুই দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় শাস্তি পেয়েছেন বাংলাদেশের তিন ক্রিকেটার। ভারতের দুই ক্রিকেটারেরও জুটেছে বড় শাস্তি।

রকিবুল হাসান জয়সূচক শেষ রানটি নেওয়ার পর উল্লাসে মাতেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা। এ সময়ে মাঠে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে কথা- কাটাকাটি, এমনকি সামান্য ধাক্কাধাক্কিও হয়েছে। পতাকা নিয়ে টানাহেঁচড়ার ঘটনাও ঘটেছে। এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন অধিনায়ক আকবর আলী। কিন্তু অধিনায়কের ক্ষমা প্রার্থনাতেও খুব একটা লাভ হয়নি। পুরো ঘটনা নিয়ে কাল তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছেন আইসিসির ম্যাচ রেফারি গ্রায়েম ল্যাব্রয়।

সে অনুযায়ী শাস্তি পেয়েছেন বাংলাদেশের তৌহিদ হৃদয়, শামিম হোসেন ও জয়ের রান এনে দেওয়া রকিবুল হাসান। ভারতের আকাশ সিং ও রবি বিষ্ণয়কেও আইসিসির আচরণবিধির ২.২১ ধারা ভাঙায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিষ্ণয়ের ক্ষেত্রে ধারা ২.৫ ভাঙার অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয় মাত্রার শাস্তি হওয়ায় সবাইকে কড়া শাস্তিই দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের তৌহিদ পেয়েছেন ১০টি সাসপেনশন পয়েন্ট, যা ৬টি ডিমেরিট পয়েন্টের সমান। শামিমের ক্ষেত্রে সাসপেনশন পয়েন্ট ৮টি হলেও ডিমেরিট পয়েন্ট কিন্তু ৬টিই থাকছে। স্পিনার রকিবুল ৪টি সাসপেনশন পয়েন্ট পেয়েছেন, যেটা ৫ ডিমেরিট পয়েন্টের সমান। এ পয়েন্টগুলো তিনজনেরই ক্যারিয়ারে আগামী দুই বছর থেকে যাবে।

ভারতের আকাশ ৮ সাসপেনশন ও ৬ ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন। বিষ্ণয় প্রথম অপরাধের জন্য ৫ সাসপেনশন ও ৫ ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন। আর ২৩তম ওভারে অভিষেক দাস আউট হওয়ার পর বাজে ভাষা ব্যবহার করায়

পেয়েছেন আরও ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট। পাঁচ ক্রিকেটারই এ শাস্তি মেনে নিয়েছেন।

এ শাস্তির ফলে আগামী দুই বছর জাতীয় দল বা অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে শাস্তি ভোগ করতে হবে এই পাঁচ ক্রিকেটারকে। ১ সাসপেনশন পয়েন্ট মানেই একটি ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি, অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় বা এ দলের একটি ম্যাচ খেলতে না পারার শাস্তি। সে অনুযায়ী বেশ বড় শাস্তিই জুটেছে সবার। আইসিসি

সুত্র-প্রথম আলো

আরো পড়ুন-আলমডাঙ্গা জগনাথপুরের সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ২

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাংলাদেশের

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! উনিশের যুবাদের হাত ধরে বিশ্বজয় করল বাংলাদেশ। পচেফস্ট্রুমে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনালে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে বৃষ্টি আইনে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা নিজেদের করে নিল আকবর আলী-পারভেজ হোসেন, শরিফুল ইসলামরা, তানজীব হাসানরা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ক্রিকেট দুনিয়াকে বার্তা দিয়ে রাখল—আমরা উঠে আসছি।

সময়টুকুতেই চাপ ভয়বাহভাবে চেপে বসে বাংলাদেশের ওপর।

পারভেজ খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মাঠে নামলেন। দেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বারপ্রান্তে। চোট নিয়ে তিনি কীভাবে বসে থাকেন। তিনি মাঠে নামলেন। একাই লড়তে থাকা আকবর তখন সঙ্গী পেয়ে গেছেন। পারভেজ নিজের ইনিংসের দ্বিতীয় অংশটা খুব খারাপ করলেন না। দলের ওপর চেপে বসা ভয়াবহ চাপ তিনি সামলে উঠতে অধিনায়ককে দিলেন যোগ্য সঙ্গ। আকবর যদি বীর হন, তাহলে পারভেজও আজ কম যাননি। ২৩৫ মিনিট ব্যাটিং করে ৭৯ বলে তিনি করেছেন ৪৭। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৭টি বাউন্ডারির মার।

২০১৬ সালে ঘরের মাঠে যুব বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল বাংলাদেশ। শিরোপা জয়ের হট ফেবারিট হয়েও সেবার দূর থেকেই দেখতে হয়েছিল অন্যদের জয়োৎসব। এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠতেই স্বপ্নটা আবার ডানা মেলতে শুরু করে। শেষ চারের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনাল নিশ্চিত করেই লক্ষ্য ছিল একটাই—শিরোপা। বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন এক প্রজন্ম লক্ষ্যটাকে নিজেদের করে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাটা জানিয়ে দিল দারুণভাবেই।

সূত্র: প্রথমআলো

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে বাংলাদেশ

আঁটসাঁট বোলিংয়ে লক্ষ্য খুব একটা বড় হতে দেননি বোলাররা। উইকেটে বোলারদের জন্য বেশ সহায়তা থাকায় কাজটা এরপরও সহজ ছিল না। অসাধারণ এক ইনিংসে সেটা সহজেই সারলেন মাহমুদুল হাসান। এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিতে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলাদেশ।

পচেফস্ট্রুমে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ৬ উইকেটে

জেতে বাংলাদেশ। ২১২ রানের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে ৩৫ বল বাকি থাকতে।

টানা নবম জয় পেল বাংলাদেশ। যুব ওয়ানডেতে এটাই তাদের সেরা ধারাবাহিক ফল। ২০০৫ সালে টানা আট ম্যাচ জিতেছিল তারা।
এর আগে একবারই সেমি-ফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ। ২০১৬ আসরে দেশের মাটিতে হয়েছিল তৃতীয়। আগামী রোববার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে নিউ জিল্যান্ড।

১০০ রানের দারুণ পরিণত এক ইনিংসে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন মাহমুদুল। যুব ওয়ানডেতে এটি তার চতুর্থ সেঞ্চুরি। ডানহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের ১২৭ বলের ইনিংস সাজানো ১৩টি চারে।

নিউ জিল্যান্ডকে ২১১ রানে থামানোয় দারুণ অবদান শরিফুল ইসলামের। ৪৫ রানে ৩ উইকেট নেন বাঁহাতি এই পেসার। দুটি করে উইকেট নেন শামীম হোসেন ও হাসান মুরাদ।

সেনওয়েস পার্কে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি নিউ জিল্যান্ডের। অফ স্পিনার শামীমের অফ স্টাম্পের বাইরের বল ড্রাইভ করার চেষ্টায় সিøপে তানজিদ হাসানের হাতে ধরা পড়েন রিস মারিউ।

প্রথম দুটি ওভার মেডেন নেন শরিফুল। আক্রমণে এসে রকিবুল হাসান শুরুতে নেন তিনটি মেডেন ওভার। রানের জন্য রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছিল কিউইদের।

ওপেনার অলি হোয়াইটকে কট বিহাইন্ড করে থামান রকিবুল। শামীমের বলে ফার্গাস লেলম্যানের দুর্দান্ত এক ক্যাচ মুঠোয় জমান মাহমুদুল। দারুণ এক ডেলিভারিতে জেসি ট্যাশকফকে বোল্ড করে দেন বাঁহাতি স্পিনার মুরাদ।

৭৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া নিউ জিল্যান্ডকে টানেন নিকোলাস লিডস্টোন ও বেকহ্যাম হুইলার-গ্রিনল। ৯০ বল স্থায়ী তাদের ৬৭ রানের জুটিতে লড়াইয়ের পুঁজি গড়ার পথে এগিয়ে যায় কিউইরা।

৪১তম ওভারে আক্রমণে ফিরে লিডস্টোনকে এলবিডব্লিউ করে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা জুটি ভাঙেন শরিফুল। পরের ওভারে কুইন সানডেকে বোল্ড করে দেন মুরাদ।

লোয়ার অর্ডারে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক ও জোয়ি ফিল্ডকে ডানা মেলতে দেননি শরিফুল। তবে হুইলার-গ্রিনলের দৃঢ়তায় শেষ ১০ ওভারে ৭২ রান

তুলে নেয় নিউ জিল্যান্ড।

রান তাড়ায় শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। শরীরের বেশ কাছের বল পয়েন্ট দিয়ে খেলতে গিয়ে কাভারে ধরা পড়েন তানজিদ। ডেভিড হ্যানককের বল বাড়তি লাফিয়ে পারভেজ হোসেনের গ্লাভস ছুঁয়ে জমা পড়ে কিপারের গ্লাভসে।
৩২ রানে দুই ওপেনারকে হারানো বাংলাদেশকে টানেন মাহমুদুল ও তৌহিদ হৃদয়। ক্রিজে গিয়েই রানের চাকা সচল করায় মনোযোগ দেন হৃদয়। সাবধানী ব্যাটিংয়ে তাকে সঙ্গ দেন মাহমুদুল। ধীরে ধীরে জমে ওঠে জুটি।

লেগ স্পিনার আদিত্য অশোককে বেরিয়ে এসে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে হৃদয়ের বিদায়ে ভাঙে ৬৮ রানের জুটি। হৃদয় চারটি চারে ৪৭ বলে করেন ৪০।

এরপর কিছুটা কমে রানের গতি। ধীরে ধীরে শট খেলতে শুরু করেন মাহমুদুল ও শাহাদাত হোসেন। কিউইদের স্পিন-পেস কিছুই আর পরে পাত্তা পায়নি তাদের সামনে।

৭৭ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়া মাহমুদুল ১২৬ বলে পৌঁছান সেঞ্চুরিতে। সুইপ করে বাউন্ডারি মেরে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার সঙ্গে জুটির রানও নিয়ে যান একশতে। পরের বলে ট্যাশকফকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে থামেন মাহমুদুল। ভাঙে ১০১ রানের জুটি। ততক্ষণে জয়ের দুয়ারে চলে গেছে বাংলাদেশ।

বেশি সময় নেননি শাহাদাত ও আকবর আলী। চারটি চারে ৫১ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন শাহাদাত। চার মেরে বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে নিয়ে যান অধিনায়ক।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউ জিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২১১/৮ (মারিউ ১, হোয়াইট ১৮, লেলম্যান ২৪, লিডস্টোন ৪৪, ট্যাশকফ ১০, হুইলার-গ্রিনল ৭৫*, সানডে ১, ক্লার্ক ৭, ফিল্ড ১২, অশোক ৫*; শরিফুল ১০-২-৪৫-৩, শামীম ৬-১-৩১-২, রকিবুল ১০-৩-৩৫-১, তানজিম ১০-১-৪৪-০, মুরাদ ১০-১-৩৪-২, হৃদয় ৪-০-১৮-০)
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৪৪.১ ওভারে ২১৫/৪ (পারভেজ ১৪, তানজিদ ৩, মাহমুদুল ১০০, হৃদয় ৪০, শাহাদাত ৪০*, শামীম ৫*; ফিল্ড ৬-০-২৮-০, ক্লার্ক ৯-০-৩৭-১, হ্যানকক ৭-০-৩১-১, অশোক ১০-০-৪৪-১, ট্যাশকফ ১০-৫৭-১-০, হুইলার-গ্রিনল ২.১-০-১৩-০)
ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৬ উইকেটে জয়ী

মুজিবনগরে ১ম উন্মুক্ত দ্বৈত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট শেষে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২দিন ব্যাপি উপজেলা ভিত্তিক ১ম উন্মুক্ত দ্বৈত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের আয়োজনে সাব রেজিষ্ট্রি অফিস কোর্টে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
২দিন ব্যাপি উপজেলা ভিত্তিক ১ম উন্মুক্ত দ্বৈত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ব্যাডমিন্টন ক্লাবের ১৬ টি দল অংশগ্রহন করে।

খেলায় দারিয়াপুর লিচুতলা ব্যাডমিন্টন ক্লাব ও দারিয়াপুর স্কুল ব্যাডমিন্টন ক্লাব ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ফাইনাল খেলায় দারিয়াপুর স্কুল ব্যাডমিন্টন ক্লাব, দারিয়াপুর লিচুতলা ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে ২-১ গেমে এ পরাজিত করে ২দিন ব্যাপি উপজেলা ভিত্তিক ১ম উন্মুক্ত দ্বৈত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট চাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে কেদারগন্জ বাজার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিকের সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু শাহিন সাগর এছাড়া গোলাম মাষ্টার, আব্দুল মান্নান, খোকন মোশারফ,সহ এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় বিজয়ী দলকে ৩হাজার টাকা ও ট্রফি ও বিজিত দলকে ২ হাজার টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হয়।খেলা পরিচালনা করেন জহুরুল ইসলাম মাষ্টার ও জুলফিক্কার আলী। সহযোগীতায় ছিলেন তুষার,ওয়াসিম,মতিউর

রহমান,সাগর,সজিব,সুলাইমান।

ট্রিপল সেঞ্চুরি করলো তামিম

বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তামিমের আগে ট্রিপল সেঞ্চুরি পেয়েছেন রকিবুল হাসান। ‘থ্রি হান্ড্রেড’ ক্লাবে নাম লেখাতে পারতেন দেশের আরও চার ক্রিকেটার

‘শক্তি শারীরিক সামর্থ্য থেকে নয় অদম্য ইচ্ছাশক্তি থেকে আসে’—মহাত্মা গান্ধী। অ্যাডিলেডে গত নভেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ডেভিড ওয়ার্নার ‘ট্রিপল’ সেঞ্চুরি তুলে নেওয়ার পর তাঁকে গান্ধীর এ উক্তি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ক্যানডিস ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনারের জীবনসঙ্গী সঙ্গে এ কথাও যোগ করেন, ‘লোকে তোমাকে কী ভাবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ না। নিজের ব্যাপারে তুমি কী ভাবো তা গুরুত্বপূর্ণ।’

ধান ভানতে শিবের গীত? মোটেও না। ময়দান যাই হোক, ট্রিপল সেঞ্চুরি করা চাট্টিখানি কথা না। কী টেস্ট, কী ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট। শারীরিক সামর্থ্যের সঙ্গে থাকতে হয় অদম্য ইচ্ছাশক্তি। আজ তামিম বিসিএলে ট্রিপল তুলে নেওয়ার পর ক্যানডিসের কথাগুলো কী অদ্ভুতভাবে মিলে যায়! বড় ইনিংস খেলার অদম্য ইচ্ছাশক্তি থেকেই ৩০০ রানের দেখা পেলেন তামিম। মধ্যাঞ্চলের বোলাররা বিশেষ করে পেসাররা কাল একটু শর্ট লেংথ ও বাইরে বল করেছেন। তামিম এ সুযোগগুলো যেমন নিয়েছেন তেমনি ছিল না অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো। একদম স্বাভাবিক ব্যাটিং যাকে বলে।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণে তামিমের স্ট্রাইকরেট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। পূর্বাঞ্চলের হয়ে তামিমের রেকর্ড গড়া এ ইনিংসে রয়েছে স্ট্রাইকরেট নিয়ে তিনি নিজে কী বিশ্বাস করেন তার প্রতিচ্ছবি। ৪২৬ বলে অপরাজিত ৩৩৪ রানের মধ্যে ৩ ছক্কা ও ৪২টি চার। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংসটি এখন তামিমের। বাংলাদেশের মাটিতে এটি সর্বোচ্চ রানের ইনিংসও। রকিবুল হাসানের ৩১৩* ছাপিয়ে যাওয়া তামিমের ইনিংসে স্ট্রাইকরেট আশির কাছাকাছি (৭৮.৪০)। প্রায় পাঁচ সেশন ধরে ওয়ানডে মেজাজের এ

স্ট্রাইকরেট ধরে রেখে ‘ত্রিশতক’ তুলে নেওয়া নিশ্চয়ই সামর্থ্যের পরিচায়ক।

মধ্যাঞ্চলের হয়ে মাঠে ছিলেন রকিবুল হাসান। রেকর্ড হাতছাড়া হওয়ার পর অভিনন্দন জানিয়েছেন তামিমকে। বাংলাদেশের হয়ে এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে একমাত্র ট্রিপল সেঞ্চুরি ছিল শুধু রকিবুলেরই। ২০০৭ সালের ২১ মার্চ বরিশাল বিভাগের বিপক্ষে সিলেটের হয়ে অপরাজিত ৩১৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জাতীয় দলে ‘সাবেক’ বনে যাওয়া এ ক্রিকেটার। এত দিন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কাছে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণিতে এটাই ছিল লম্বা ইনিংস খেলার রেফারেন্স পয়েন্ট। আজ থেকে তা দুইয়ে নেমে সর্বোচ্চ হয়ে থাকবে—তামিম ৩৩৪*। স্কোরটা কী একটু পরিচিত লাগছে?

তামিমের ইনিংসটি ঘরোয়া হলেও রোমান্টিক ক্রিকেটপ্রেমীরা মিলিয়ে নিতে পারেন। টেস্ট আন্তর্জাতিক হলেও সেটিও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটই! ১৯৩০ সালে হেডিংলিতে টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরি (৩৩৪) তুলে নেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যান। ৫৮ বছর পর পেশোয়ার টেস্টে ব্র্যাডম্যানের সেই ইনিংসকে সম্মান জানিয়ে ৩৩৪ রানে অপরাজিত থেকে যান মার্ক টেলর।বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এ সংখ্যাটা আজ থেকে ‘ঘরোয়া’ হয়ে গেল, তামিমের কল্যাণে!

নাসির হোসেনের নিশ্চয়ই এখন আক্ষেপ হচ্ছে? ইস, যদি আরেকটু থাকতে পারতাম! জাতীয় দলের বাইরে থাকা এ ব্যাটসম্যানের ট্রিপল সেঞ্চুরি পাওয়ার কথা তামিমেরও আগে। ২০১৭ সালে জাতীয় ক্রিকেট লিগে শেষ রাউন্ডের শেষ দিনে রংপুর বিভাগের হয়ে ২৯৫ রান করে আউট হয়েছিলেন নাসির। কিংবা মার্শাল আইয়ুব? ঘরোয়া ক্রিকেটে বড় মাপের ব্যাটসম্যান পরিচিতি পাওয়া মার্শাল ট্রিপলের দেখা পেতে পারতেন নাসিরেরও আগে। ২০১২-১৩ মৌসুমে ইসলামি ব্যাংক পূর্বাঞ্চলের হয়ে ২৮৯ করে আউট হন মার্শাল। এভাবে মোসাদ্দেক হোসেনের আছে ২৮২, শামসুর রহমানের ২৬৭। কিন্তু ওই দুজন ছাড়া আর কেউ ‘থ্রি হান্ড্রেড ক্লাব’-এ নাম লেখাতে পারেননি।

সুত্র-প্রথম আলো

[redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্যও ৩৩৪ সংখ্যাটা স্পেশাল করে দিলেন তামিম

সুত্র-কালের কণ্ঠ

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ঝিনাইদহে কাবাডি প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির ২০১৯-২০ এর আওতায় ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে কাবাডি প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে জেলার মহেশপুর উপজেলার ঘুঘরি পান্তাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে ঘুঘরি পান্তাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক মাস্টার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অতিরিক্ত) সুজন সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রিড়াবিদ জয়নাল আবেদিন, জেলা চেম্বারস অব কমার্সের সহ-সভাপতি নাসিম উদ্দিন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মীর সুলতানুজ্জামান, পান্তাপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো: ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

পরে কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিজয়ী দলের মাঝে

পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগিতায় মহেশপুর উপজেলার ৪টি দল অংশগ্রহণ করে।

মেপ্র/ আরপি

বাফুফে’র ভুলে পন্ড হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপের খেলা

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের দেওয়া ভুল ফিকশ্চারের কারণে ঝিনাইদহে পন্ড হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ’র তৃতীয় রাউন্ডের খেলা।

শনিবার বিকেলে ঝিনাইদহের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে খুলনা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন খোলোয়াড়রা মাঠে নামে। সময় গড়িয়ে গেলে ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের কোন খেলোয়াড় মাঠে আসেনি।

অপরদিকে খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে বিকেল থেকে অপেক্ষা করে কোন খেলোয়াড় না থাকায় সেখান থেকে জেলায় ফিরতে হয় ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের খেলোয়াড়দের।

খুলনা দলের কাছে বাফুফের ফিকশ্চারে দেখা গেছে শনিবার ঝিনাইদহ জেলা স্টেডিয়ামে ও ঝিনাইদহ দলের কাছে দেওয়া ফিকশ্চারে খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। যে কারণে খুলনা ফুটবল এসোসিয়েশন খোলোয়াড়রা ঝিনাইদহে ও ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের খেলোয়াড়রা খুলনায় অবস্থান করে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ জেলা স্টেডিয়ামে উপস্থিত বাফুফের ম্যাচ কমিশনার তৈয়বুর রহমান বাবু কোন মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

মেপ্র/ আরপি